যুগান্তর

তারিখ ... 28 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ .....

ইউজিসির নির্দেশনা মানছে না জাবি প্রশাসন

জাবি প্রতিনিধি

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির বয়স বৃদ্ধি নিয়ে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) প্রশাসন। ২০১৪ সালে জাবির ৩৩তম বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬২ বছর করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কিছুদিন আগে সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চাকরির বয়স ৬০ বছর বহাল রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্ত পাঠানোর এক মাস হয়ে গেলেও ইউজিসির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এখনও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ফলে এই জুনে যাদের চাকরির বয়স শেষ হবে (৬০ বছর) তাদের মধ্যে নানান অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এর আগে ২০১৪ সালের একই সিনেট অধিবেশনে শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৭ বছর করা হয় কিন্তু পরবর্তীতে ইউজিসি ৬৫ বছর বহাল রাখার সিদ্ধান্ত জানালে পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালের ৩৪তম বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে আবার তা ৬৫ বছরে নামিয়ে আনা হয়। ফলে অতিরিক্ত এক বছর শ্রম দেয়া অধ্যাপকদের বিদায় নিয়ে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও ওই অধ্যাপকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। একইভাবে সরকারের সবুজ সংকেত না নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের একক সিদ্ধান্তে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধির ফলে একই রকম সংকট তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর হলেও সিনেটের সিদ্ধান্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকরির বয়স শেষ হওয়ার পরও চাকরিতে বহাল রয়েছেন। আবার এই জুলাইয়ে আরও অন্তত ১৫০ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবসর গ্রহণের কথা রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এখনও কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় তারাও চাকরিতে বহাল থাকছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক, ভিসির সচিব ডেপুটি রেজিস্ট্রার আমজাদ হোসেন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সিদ্দিকুর রহমানসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদের কর্তাব্যক্তিদের চলতি বছরের জুলাই মাসে এলপিআরে যাওয়ার কথা ছিল।

চাকরির বয়স বৃদ্ধি

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সিদ্ধান্তকে পাত্তা না দেয়ায় তারা এখনও আগের পদেই বহাল থাকছেন। ফলে পদ প্রত্যাশী অন্য অফিসারদের মধ্যে বিষয়টি ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য রেজিস্ট্রার অফিসের একাধিক অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তারা এ বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে রাজি হননি। তবে আওয়ামী ও বামপন্থী শিক্ষকদের অনেকেই ইউজিসি'র সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় যদি হাজার হাজার পদ সৃষ্টি করে হাজার হাজার লোক নিয়োগ দেয়, চাকরির বয়স ৯০ বছর করে তবে কি সরকার তাকে বেতন দেবে? যদি সরকারের কাছে বেতনের টাকাটা

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

ইউজিসির নির্দেশনা মানছে না

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিতে হয় তবে সরকারের সিদ্ধান্তও মানতে হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অফিস সূত্রে জানা গেছে, মে মাসের ১৮ তারিখে ইস্যু করা একটি চিঠির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির বয়স ৬০ বছর বহাল রাখার জন্য নির্দেশনা দেন। কিন্তু বিষয়টি জানাজানি হয় ২৮ মে। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনো সিনেট বা সিন্ডিকেট মিটিং হয়নি। এমনকি শনিবার অনুষ্ঠিত ২০১৬ সালের ৩৫তম সিনেট অধিবেশনে বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনার এজেন্ডাও রাখা হয়নি। এদিকে বিষয়টি দ্রুত সমাধান না করা হলে বড় ধরনের আর্থিক সমস্যায় পড়বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ৬০ বছর বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তাই তারা বাজেট বরাদ্দও দিয়েছেন সেই হিসাব অনুযায়ী। এছাড়া যাদের আরও দুই বছর আগে অবসরে যাওয়ার কথা ছিল তাদের এখন অবসরে পাঠানো হলে পেনশন ভাতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। কারণ ২০১৫ থেকে সরকার নতুন বেতন স্কেলে বেতন-ভাতা ও অবসর ভাতা দেয়া শুরু করেছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একক সিদ্ধান্তের কারণে নানামুখী সংকট তৈরির আশংকা সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি জানতে ভিসি অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামের সঙ্গে কথা বলা হলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, যে দুই বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে তা সিনেটের মাধ্যমে করা হয়েছে। যদি আবার কমাতে হয়, তবে আমরা সিনেটের মাধ্যমেই কমাব। কিন্তু এখনই এই বিষয়টি স্পষ্ট করা সম্ভব নয় কারণ আমরা ৭৩'র অ্যাক্ট অনুযায়ী পরিচালিত আরও ৩টি (ঢাবি, রাবি, চবি)সহ মোট ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় একসঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেব। এছাড়া নতুন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপাতত ৬২ বছরই বহাল থাকছে বলেও জানান তিনি।